২০-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় তোমাদের এই জন্ম হল হীরে তুল্য কারণ তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ , স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের পড়ান তোমরা দূরদেশী, বিশাল বুদ্ধি রূপে পরিণত হও "

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থ করে দূরদেশী ও বিশাল বুদ্ধি স্বরূপে পরিণত হও ?

উত্তর :- বাবার স্মরণের দ্বারা দূরদেশী এবং পড়াশোনা দ্বারা বিশাল বুদ্ধি রূপে হও। দূরদেশী অর্থাৎ দূর দেশ বাসী বাবাকে স্মরণ করা। মন্মনাভবের অর্থ হল দুরদেশী হওয়া। বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা। তোমাদের প্রথমে দূরদেশী তারপরে বিশাল বুদ্ধি স্বরূপ হতে হবে।

গান : - আমাদের তীর্থ হল অনুপম.....

ওমশান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে যে আমাদের তীর্থস্থান হল নিরালা। আমাদের তীর্থ স্থল অনেক দূরে তাই বাচ্চাদের বলা হয় দুরদেশী হও। দূরদেশী দের বলা হয় বিশাল বুদ্ধি হও। এই সময়ে সবার বুদ্ধি তুচ্ছ কিনা। মায়া তুচ্ছ বুদ্ধি করেছে। তবে এখন বাচ্চাদের বুদ্ধি হল দূরদেশী বুদ্ধি অর্থাৎ দুরদেশী পিতার স্মরণে থাকা বুদ্ধি এবং বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান পূর্ণ বুদ্ধি। আর সবাই হল অল্প বুদ্ধি , শুধু বলে পরমাত্মা, কিন্তু জানেনা। এখানে কোনো মহাত্মা নেই। এখানে তো বাবা এসে দুরদেশী করেন , কিন্তু দূরদেশী বাচ্চাদের সংখ্যা কম আছে। যদিও জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু দূরদেশী কম অর্থাৎ বাবার স্মরণে কম থাকে। বাকি সাধুরা সাধনা করলেও যথা রাজরানী তথা প্রজা ; এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই হল পতিত। যতই মহাত্মা নাম লিখুক, মহান আত্মা কেউ নেই। অনেকে আবার কৃষ্ণকে মহাত্মা বলে। এই কথাটি তবুও ঠিক, কারণ সেখানে তো হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া । এটা হল ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। যথা রাজরানী তথা প্রজা কিন্তু এই সময়ে রাজা কেউ নেই। প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব চলছে। বাবা বলেন শাস্ত্র পড়ে তোমরা আমাকে পাবে না আর না-ই মুক্তি প্রাপ্ত করবে। যতক্ষণ আমার দ্বারা কেউ আমায় জানবেনা এবং যতক্ষন না কল্পের অন্তিম সময়ে আমি না আসি । মানুষ তো কৃষ্ণকে স্মরণ করে - তিনি হলেন এই দেশের (স্বর্গের)। দূরদেশী নয়। তাই বাবাকে স্মরণ করা মানে দূরদেশী হওয়া। মন্মনাভবের অর্থ হল দূরদেশী হও। যে বাবাকে জানেনা তো বর্সা প্রাপ্ত করবে কিভাবে। যদি না আসে তবে রাস্তা পাবে কিভাবে। বিশেষ ভাবে বুঝবার বিষয় । প্রীতমের সঙ্গে প্রেম চাই। বলে এক তোমাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়েছি।অর্থাৎ একের কাছেই সব কিছু প্রাপ্তি হয়ে যায়। এমন প্রিয়তমের জন্যে অসীম ভালোবাসা চাই। এ হল বেহদের নলেজ। বিরাট ড্রামা অর্থাৎ ভ্যারাইটি, যার মধ্যে অনেক মতান্তর আছে তবেই বলা হয় দ্বৈত রাজ্য বা দৈত্য একই কথা। দৈত্য বলা হয় রাবণকে । দেবতায় পরিণত করেন একমাত্র বাবা। বলা হয় মানুষ থেকেও দেবতা , কত সহজ কথা। তোমরা হলে বিশাল বুদ্ধি। শাস্ত্রপাঠীদের বিশাল বুদ্ধি বলা হবেনা। সেসব হল ভক্তি। জ্ঞান একেবারে আলাদা জিনিস, ভক্তি আলাদা। জ্ঞান তো জ্ঞান সাগর বাবাই দিয়ে থাকেন। তোমরা হীরে তুল্য ছিলে, এখন কড়ি তুল্য হয়েছ। এখন বাবা হীরে সম করছেন। তোমরা বিশাল বুদ্ধি হয়ে বিশ্বের উপরে রাজত্ব করো। সেখানে আছে অখন্ড, অটল রাজ্য , সুতরাং জ্ঞানে বিশাল বুদ্ধি থাকে ।

তোমরা জানো সত্যযুগে সুখ ছিল তারপরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামতে হয়। সিঁড়িতে চাপতে এক সেকেন্ডের লাফ দিয়ে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লাফ দেওয়া হয়। নামতে সময় লাগে ৫ হাজার বছর। তোমরা সবাই নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বিশালবুদ্ধি হয়েছ। এই জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয়, সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না । সঙ্গমে বাবা আসেন -- হুবহু কল্প পূর্বের মতন। সত্যযুগে বিশালবুদ্ধি বলা হবেনা। হীরে তুল্য জীবনও সত্যযুগে বলা হবে না। হীরে তুল্য জন্ম বর্তমানেই কারণ এই সময়ে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর তোমাদের পড়ান। এই মহিমা হল বাবার। যখন পরমাত্মা হলেন পতিত পাবন তাহলে তিনি সর্ব ব্যাপী হবেন কিভাবে। কিন্তু মানুষ হল অল্প বুদ্ধি , যতই বোঝাও বুঝবেনা। তাহলেই বুঝবে যে সে ব্রাহ্মণ কুলের নয়। যে দেবতা কুলের হবে সেই জ্ঞানকে বুঝে ব্রাহ্মণ হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরাও জ্ঞানের সাগরে পরিণত হও , তারপর তোমরা সুখ শান্তির সাগর হও। সত্যযুগে অপরিসীম সুখ থাকে। সুতরাং বাবার দ্বারা তোমাদের সর্ব সুখের প্রাপ্তি হয়। তাও অন্ত সময়ে জ্ঞান, সুখ, শান্তির সাগর হবে কারন অন্যদেরও দান করো।এখন দেখ কত দুঃখ কত অশান্তি আছে চারিদিকে । অনেকেরই ঘুম আসেনা। বাচ্চারা তোমাদের কত খুশীর অনুভূতি আছে কারণ তোমরা বাবাকে জেনেছ। দুনিয়া বলে ও গড ফাদার, পরম পিতা পরমাত্মা কিন্তু জানেনা। কত যুগ ধরে ভক্তরা ভক্তি করছে , স্মরণ করছে, জানে কিছুই না। বাবা নিজের এবং নিজের রচনার পরিচয় নিজে এসে দেন। তোমাকে অন্যদের দিতে হবে। তোমরা জানো ইনি হলেন বাবা, কোনো মহাত্মা নয়। বাবার মনে হল , ফর্মে লেখা থাকুক যে তোমরা কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ? তখন বলবে মহাত্মার সঙ্গে। বলো , ইনি তো মহাত্মা নন। নাম হলো ব্রহ্মাকুমার কুমারী তো তাদের পিতা হবেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা তাইনা। তাহলে মহাত্মা হলেন কিভাবে । ভালো রকম যুক্তি তর্ক করতে হবে। বুদ্ধিমান চাই। তারা যদিও লিখবে কিন্তু কিছুই বুঝবেন, একেবারে অবোধ। চেহারা দেখে বোঝা যায় বুদ্ধিতে জ্ঞান নেই। শিববাবা তো জানেন, তিনি হলেন অন্তর্যামী। আর এই বাবা হলেন বাহ্যযামি। বাবা বলেন আমি সেই দেহে আসি যে হল প্রথম নম্বর। এখন লাস্ট নম্বরে আছে। এনার মধ্যে প্রবেশ করি কারণ এনাকেই নারায়ণ রূপে পরিণত হতে হবে। অর্থাৎ এনাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) দেহটি ব্যবহার করতে দেওয়ার ভাড়া প্রাপ্ত হয় তবেই তো বলা হয় সৌভাগ্যাশালী রথ, ভাগীরথ কোনো গঙ্গা নদী আনে নি। এইসব হল গুহ্য জ্ঞানের কথা, যা রাবণ মতানুসারে হওয়ার কারণে মানুষ বোঝেনা। এবারে তোমরা বুঝেছ তো অন্যদের বোঝানোর যুক্তি বা উপায় বের করো। তোমাদের ভাবনা থাকা উচিত অন্যদের কিভাবে দূরদেশী করা যায়। কীভাবে বাবার পরিচয় দেওয়া যায়। তারা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্ম তো হল তত্ব যেখানে পরমাত্মা বাস করেন। কিন্তু তারা ব্রহ্মকেই পরমাত্মা ভাবে। যেমন হিন্দু কোনো ধর্ম নয়। হিন্দুস্তান নিবাসী হওয়ার জন্য হিন্দু বলে দিয়েছে। বাস্তবে হিন্দুস্তান তো থাকার জায়গা। ব্রহ্ম তত্ব হল পরমাত্মার নিবাস স্থান। কিন্তু মানুষের অল্প বুদ্ধিমত্তার জন্যে বোঝেনা। এখানে জ্ঞানের কথা আছে। দুনিয়ার কথা তো সবাই জানে। ইনি নিজে জহুরী ছিলেন সবকিছু জানতেন। বাকি জ্ঞানের বিষয়ে অল্প বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলেন , কিছুই জানতেন না। তখন বাবা এসে পরিচয় দিয়েছেন। যতক্ষণ কেউ ব্রাহ্মণ নয় ততক্ষণ বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেনা , প্রজা নিশ্চয়ই হবে। একটুও যদি কেউ শোনে তাহলে প্রজা পদ প্রাপ্ত হবে। যদি বিকারে যাবে তাহলে সাজা ভোগ করবে। তারপরে এসে সাধারণ প্রজা পদ প্রাপ্ত করবে। এখন সবার মৃত্যু অবধারিত। কবরে প্রবেশ করতে হবে। কবরখানা তৈরি হবেই। এই সময়ে মানুষের কোনো ভ্যালু নেই। তোমাদেরও ছিলনা। এখন ভ্যালু তৈরি হচ্ছে। বাকি যখন বিনাশ হবে তখন মশার ন্যায়ে মৃত্যু হবে। যেমন দিপাবলীতে কত মশা মরে , সুতরাং মরতে সবাইকে হবে কারণ ঘরে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে এইরকম কথা বলবেনা যে এর মৃত্যু হবে কারণ সেখানে

অকাল মৃত্যু হয়না। কালকে জয় করে। মৃত্যু শব্দ সেখানে থাকেনা। সত্যযুগে জ্ঞান থাকে যে এখানে মৃত্যু নেই। শুধু পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন ধারণ করা হয় -- তাও সময় অনুসারে। সর্পের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করা সুতরাং সর্পের দৃষ্টান্ত হল সত্যযুগের, এখানকার নয়। ভ্রমরের দৃষ্টান্ত হল এখানকার, সন্ন্যাসীরাও এই দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন কারণ এখানকার সব স্মৃতি চিহ্ন রূপে ভক্তি মার্গে প্রচলিত হয়েছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা যত ধারণা করবে ততই বিশাল বুদ্ধিতে পরিণত হবে, ততই জমা খাতা বাড়বে। যেমন সার্জেন যত বিশালবুদ্ধি হবে, যত ওষুধের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখবে ততই উপার্জন করবে। সেরকম এইখানেও আছে। কেউ ২৫০ টাকা রোজগার করে কেউ হাজার টাকা। কোনো রাজার অসুখ সারিয়ে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন হয়। এখানেও ঠিক সেইরকম । কারো জ্ঞানের কথায় ধারণা নেই আর কেউ আবার এতো দূরদেশী , বিশালবুদ্ধি যে অন্যদেরও সেইরূপ ধারণা করায়। প্রথমে দূরদেশী তারপরে বিশাল বুদ্ধি বলা হবে। বুঝবার কথা কিনা। ব্রাহ্মণদের মতন সৌভাগ্যাশালী আর কেউ নয়। সবাইকে উপরে নিয়ে যায়। উপরে পরমাত্মা আছেন , তাঁরই পরিচয় তোমরা দাও। অর্থাৎ তোমরা জ্ঞানী হলে তাইনা। বাচ্চাদের তো বাবার পরিচয় জানা থাকে। এখন পারলৌকিক পিতা এসেছেন তোমাদের পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। একজন কিষাণ কন্যার গল্প আছে না -- রাজা কন্যাকে নিয়ে এলেন তার ভালো লাগল না , তো কন্যাটিকে রাজা ফিরিয়ে দিলেন। এখানেও ঠিক সেইরকমই হয়। যাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হয় না তারা নিজেরাই চলে যায় তাতে বাবা কি করতে পারেন। যিনি বোঝান তিনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি ব্রহ্মা দ্বারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির সার তত্ব বুঝিয়ে দেন বেদ শাস্ত্র কোনো ধর্ম শাস্ত্র নয়। এইসব হল গাছের পাতা, সন্তান সন্ততি। মুখ্য ধর্ম হল চারটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম হল প্রমুখ। হীরে তুল্য জন্ম দেবতাদের জন্যে বলা হয় না কারণ এ হল কল্যাণকারী ধর্মনিষ্ঠ লীপ যুগ। ধর্মনিষ্ঠ মাসকে লীপ মাস বলা হয়। এ হল সঙ্গম যুগ , কল্যাণকারী আর যত যুগ আছে সেসময়ে অকল্যাণ-ই হয় কারণ ডিগ্রি কম হতে থাকে। দিন দিন কলায় ঘাটতি হতেই থাকে। এই যুগটি হল কল্যাণকারী। তাই প্রত্যেককে মাথা ঘামাতে হয় যে অন্যদের কিভাবে বোঝান যায়। এমনিতে তো উস্তাদ (শিববাবা) পথ বলে দেওয়ার উপায় বলে দিচ্ছেন তবুও প্রত্যেকের ধান্দা হল নিজস্ব আলাদা । তাই এই ভাবনা আসা উচিত কিভাবে অন্যদের নর্দমার পাঁক থেকে মুক্ত করা যায়। অনেকে পাঁক থেকে বের করতে গিয়ে নিজেরাই তার মধ্যে আটকে যায়। তাই বোঝানোর যথেষ্ট যুক্তি চাই। প্রথমে অল্ফ কি সেটি বোঝাও তাহলেই বে অর্থাৎ বাদশাহী জেনে যাবে আর সৃষ্টি চক্রের বিষয়েও জেনে যাবে। প্রথমে অল্ফকে জানো। কেউ হাজার বার লিখে দিক যে অল্ফ কে , তবেই এখানে বসতে পারবে। কেউ তো রক্ত দিয়ে লিখে দেয় কিন্তু আবার চলেও যায়। মায়া কিছু কম নয়। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দুরদেশী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদের দুরদেশী বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) কল্যাণকারী যুগে সকলের কল্যাণের পথ বলে দিতে হবে। সবাইকে মায়ার নর্দমা থেকে বাইরে বের করার সেবা করতে হবে।

বরদান :- সর্বদা উঁচু স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনধারী মায়াজিত মহান আত্মা হও ।

ব্যাখা: যে আত্মারা মহান হয় , তারা সর্বদা উঁচু স্থিতির অধিকারী হয়। উঁচু স্থিতি-ই হল উঁচু আসন। যখন উঁচু স্থিতির আসনে থাকো তখন মায়া আসতে পারেনা। মায়া তোমাদের মহান ভেবে তোমাদের সামনে মাথা নোয়াবে , আঘাত করবেনা বরং পরাজয় স্বীকার করবে। যখন উঁচু আসন থেকে নীচে নেমে আসো তখন মায়া আক্রমণ করে। তোমরা সদা উঁচু আসনধারী হয়ে থাক তাহলে মায়ার আসার শক্তি থাকবেনা। মায়া উঁচুতে উঠতে পারেনা।

শ্লোগান - শান্তির দূত রূপে সবাইকে শান্তি প্রদান করো -- এটাই হল তোমাদের অক্যুপেশান ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

আমরা মনুষ্য আত্মা , আমাদের কোন্ মুখ্য কথাটি বুদ্ধিতে রাখা উচিত, যে কথাটির উপরে খুব বেশী অ্যাটেনশন রাখতে হবে? সর্বপ্রথম নিজের এই কথাটিতে পাকা নিশ্চয় থাকা উচিত যে যিনি আমাদের পড়াচ্ছেন তিনি কে ? দ্বিতীয় কথা হল , আমরা সবাই মনুষ্য আত্মা এবং পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। আমরা আত্মারা হলাম সন্তান এবং পরমাত্মা হলেন পিতা, পিতা ও সন্তান দুই- ই সম্পুর্ণ আলাদা। তৃতীয় কথা হল ঈশ্বর অন্তহীনও নয় , সর্বব্যাপীও নয় , এখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে তাই তো আমাদের এই জ্ঞান অন্যদের চেয়ে আলাদা , যদিও দুনিয়ার মানুষ বলবে তাদের পরমাত্মার জ্ঞান আছে, এবারে তাদের জিজ্ঞাসা করো যে তোমাদের কি জ্ঞান আছে ? তখন তারা বলবে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। এখন পরমাত্মা বলেন আমার জ্ঞান আমার দ্বারা-ই প্রাপ্ত হয় , যেমন ব্যারিস্টার দ্বারা ব্যারিস্টারি , ডাক্তার দ্বারা ডাক্তারী শেখা হয় , যদিও সেখানে অনেক ব্যারিস্টার থাকে , একজন না পড়ালে অন্যজন পড়াবে। এক ডাক্তার না পড়ালে অন্যজন পড়াবে, কিন্তু এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া কোনো মনুষ্য আত্মা সাধু , সন্ত বা কোনো মহাত্মা- ই হোক না কেন পড়াতে পারবেনা। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব এদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান কার কাছে প্রাপ্ত হবে এবং চতুর্থ কথা হল পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন না বরং পরমাত্মা কল্পে কল্পে কেবল একটি বার এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তিম সময়ে ও সত্যযুগের আদি সময়ে অর্থাৎ সঙ্গমে আসেন এবং অনেক অধর্মের বিনাশ করিয়ে একমাত্র আদি সনাতন সত্যধর্মের স্থাপনা করেন। এবারে লোকেরা কি করে বলে যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আর এরকমও বলে যে গীতার ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ যিনি দ্বাপরে আসেন। এবার এই সব কথা প্রমাণ করবে হবে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয় বরং শিব পরমাত্মা , তিনি দ্বাপরে আসেন না সঙ্গম কালে আসেন। পঞ্চমতঃ হল গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার হয় কিভাবে , সেই গুরু কে ? মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষটি উল্টো হয় কিভাবে এবং পাঁচ বিকারের হাত থেকে মুক্তি লাভ হবে কিভাবে ? ষষ্ঠ পয়েন্টটি হল আমরা হলাম সেই পাণ্ডব যোদ্ধা, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরমাত্মা আছেন সে দিকেই বিজয় নিশ্চিত। সপ্তম কথাটি হল পরমাত্মা নিজেই সর্ব শক্তিমান সুতরাং যারা পরমাত্মার সম্পূর্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত করেছে , তারা-ই পরমাত্মার দ্বারা লাইট মাইট যুক্ত ডবল মুকুট প্রাপ্ত করে। এখন এই সব কথা বুদ্ধিতে রাখো একেই জ্ঞান বলা হয়। আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।